দৈনিক ইত্তেফাক

৫

তারিখ ... FEB. 3 .1999 ...

পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট

নকল প্রবণতা জাতির তথা সভ্যতার মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক অধঃপতন চরমে পৌঁছিয়াছে ॥ হিতোপদেশে কাজ হইবে না, প্রয়োজন কঠোর শাস্তি

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলিয়াছেন, দেশে সর্বস্তরে শিক্ষার মান অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ স্কুল-কলেজে ঠিকমত লেখাপড়া হয় না। গতকাল (মঙ্গলবার) ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট এই কথা বলিয়াছেন। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সিরাজ উদ্দীন আহমদ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমদ।

প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই এখন প্রাইমারী স্কুল আছে। ঐসব স্কুলে শিক্ষকরা মাসের অধিকাংশ সময় অনুপস্থিত থাকেন। আবার উপস্থিত থাকিলেও অল্প সময়ের জন্য স্কুলে থাকিয়া চলিয়া যান। কেবল মাসিক বেতনের বিল তৈরী করার সময় তাঁহারা হাজির থাকেন। তাই প্রতিটি প্রাইমারী স্কুলের জন্য একটি স্থানীয় কমিটি গঠন করিয়া স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব তাহাদের উপর দেওয়া যাইতে পারে। এই কমিটি জেলা শিক্ষা অফিসার বা থানা শিক্ষা অফিসারকে স্কুলের অবস্থা অবহিত করিবে এবং এই কমিটির মতামত নিয়া শিক্ষকদের বেতনের বিল পাস করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্কুলে শিক্ষকরা আসিলেও তাঁহারা ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকমত পড়ান না। ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু বাড়ীতে পড়ার উপদেশ দেন বা 'হোম টাস্ক' দিয়া যান। ইহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ীতে প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট পড়িতে বাধ্য হয়। কিন্তু গরীব ছাত্ররা প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট পড়িতে পারে না। ফলে পরীক্ষার সময় প্রায় সবাই নকল করার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। নকল করিয়া পরীক্ষায় পাস করার প্রবণতা এখন শিক্ষার সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ছাত্ররা নকল করার অধিকারও দাবী করিতেছে। এই প্রবণতা একটি জাতির তথা সভ্যতার মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ। পরীক্ষায় যাহারা নকল করে তাহাদেরকে চিহ্নিত করিয়া পরিদর্শকরা যদি তাহাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করেন এবং তাহাদের সার্টিফিকেটে যদি তাহাদেরকে 'নকলকারী' হিসাবে উল্লেখ করেন তাহা হইলে নকল প্রবণতা কমিয়া যাইবে।

প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, সর্বগ্রাসী সন্ত্রাসের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ নাই। এমন কোনদিন যায় না যেদিন দেশের কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস সংঘটিত হইতেছে না। চাঁদাবাজ, পণ্যমূল্য আদায়, হল বা ছাত্রাবাস দখল-বেদখল ইত্যাদি শিক্ষাক্ষেত্রের স্বাভাবিক অবস্থা। আজ শিক্ষাবিদগণ যুগোপযোগী শিক্ষার উপর আলোচনা করিতেছেন। আর ছাত্র সন্ত্রাসীরা হয়তো যুগোপযোগী সন্ত্রাস-এর কার্যক্রম গ্রহণ করিতেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিক অধঃপতন চরমে পৌঁছিয়াছে। কিছুদিন আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে টাকার বিনিময়ে অর্থাৎ ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের বেশী নম্বর দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ চাকুরীচ্যুত করিয়াছেন। এই ধরনের নৈতিক অধঃপতন কেবল হিতোপদেশ দিয়া বা ওয়াজ-নসিহত করিয়া বন্ধ করা যাইবে না। কঠোর শাস্তিই ইহার প্রতিষেধক। এই ধরনের ঘটনায় কর্তৃপক্ষ যদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদেরকে সরাসরি ডিসমিস করিয়া দিতেন তাহা হইলে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইত না।

প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, দেশে সাক্ষরতার হার ৫১ ভাগে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু নৈরাশ্যের কথা এই যে, এখনও দেশের বার কোটি জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ নিরক্ষরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে আলোকিত করিতে হইলে তাহাদের জনসম্পদে রূপান্তরিত করিতে হইবে। অন্যথায় দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হইবে। প্রেসিডেন্ট বলেন, বর্তমানে বিশ্ব পরিবারের সদস্য হিসাবে আমাদের দেশকেও সম্মুখপানে অগ্রসর হইতে হইবে। এইজন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী শিক্ষা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে গড়িয়া তোলার জন্য চাই সর্বাত্মক প্রস্তুতি। প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের দেশ আয়তনে ছোট কিন্তু লোকসংখ্যা খুব বেশী। লোকসংখ্যাই এখন সবচাইতে কঠিন জাতীয় সমস্যা। পরিবার পরিকল্পনা ধীরগতিতে কার্যকর হইতেছে। প্রতি বছর ২৫-৩০ লক্ষ লোক বাড়িতেছে। সরকারের হিসাব অনুযায়ী জন্মসংখ্যার হার ১.৯%-এ নামিয়া আসিয়াছে। এই পরিসংখ্যান যদি সঠিকও হয় তবুও আমাদের জন্য ইহা ভয়াবহ। আমাদের সম্পদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই হার শূন্যের কোঠায় নামাইয়া আনিতে হইবে।

শিক্ষামন্ত্রী এ,এস,এইচ,কে সাদেক বলেন, সামাজিক অস্থিরতা অর্থনৈতিক দীনতা ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাধ্যমে আমরা বাস করিতেছি। আমাদের মূল সমস্যা দারিদ্র্য। দক্ষ জনশক্তিই পারে এই সমস্যা দূর করিতে। শিক্ষাঙ্গনের বিবিধ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পাহারা দিয়া নকল প্রতিরোধ করা যাইবে না। স্কুল, কলেজে শিক্ষকবৃন্দ আন্তরিকভাবে ক্লাসে পাঠদান করিলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নকল প্রবণতা বহুলাংশে কমিয়া যাইবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে 'যুগোপযোগী শিক্ষা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ মুহম্মদ হোসেন সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমদ।

আজ (বুধবার) শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে সকাল ১১টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন।